ভগবৎ-শরণলাভই পরমানন্দ প্রাপ্তির একমাত্র পথ

''ঈশ্বরলাভই মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য'' — এ কথাটি আমাদের সবার কাছেই একটি অতি পরিচিত আপ্তবাক্য। কিন্তু এটি সর্বদা আমাদের মত সাধারণ মানুষের কাছে একটি কথার কথা হিসেবেই থেকে যায়। বরঞ্চ মনে হয় যে এটি সংসারী মানুষজনের ক্ষেত্রে খুব একটা প্রযোজ্য নয়। আমাদের মনে হয় সংসার ধর্মই সব চেয়ে বড় ধর্ম। কাজেই সংসারী লোকেদের ঈশ্বরলাভের থেকেও সংসারের প্রতি আরও বড় কর্তব্য আছে আর তথাকথিত গুরুভার সমস্ত সাংসারিক কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের পরে আমাদের ঈশ্বর চিন্তার সত্যিকারের অবকাশ কোথায়? তাই ঈশ্বর আমাদের জীবনে সর্বদা second preference হিসেবেই থেকে যান।

গতানুগতিকতার স্রোতে গা ভাসিয়ে চলতে অভ্যস্ত আমরা বোধহয় কখনও ভেবে দেখি না — আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি? আসলে আমরা কি চাই? কিছু ব্যতিক্রমী মানুষদের বাদ দিলে সংসারে আমরা বাকীরা মোটেই নিজেদের সমস্ত মানবিক গুণসম্পন্ন আদর্শ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই না কেননা তার জন্য যে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার এবং সংগ্রামের প্রয়োজন — তাতে আমরা খুব একটা আগ্রহ বোধ করি না। আমরা আসলে ভোগসুখী, পরশ্রীকাতর, ক্ষমতালিপ্সু, অহংসর্বস্ব জীবনের প্রতিই সর্বাধিক আকর্ষণ বোধ করি। কাজেই সংসারের প্রতি কর্তব্যের নামে আমরা যে কোন স্বার্থত্যাগ করতে চাই না তা বলাই বাহুল্য। বস্তুত আমরা সকলেই জ্ঞানতঃ-অজ্ঞানতঃ অজান্তে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতেই চাই। আরও সুস্পষ্টভাবে বলতে গেলে আমরা সংসারে নিজেদের ভোগবাসনা ও বিষয়বাসনা এবং বিভিন্ন এষণা চরিতার্থ করতে চাই। ভোগের দ্বারা ভোগবাসনা এবং বিষয়বাসনার নিবৃত্তি যে হয় না এ অভিজ্ঞতা অল্পবিস্তর আমাদের সকলেরই হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অর্থ ও ভোগের পেছনে ছোটার বিরাম ঘটানোর কোন চিন্তাই আমাদের প্রভাবিত করতে পারে না। আশ্চর্য্যজনক হলেও এটাই কিন্তু সত্যি। এরকম হচ্ছে কেন? ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কথামৃতের মধ্য দিয়ে আমাদের ঈশ্বর বিমুখীনতাকেই এর কারণ বলে নির্দ্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন — ''ঈশ্বরে ভক্তিলাভ না করে যদি সংসার করতে যাও তাহলে আরও জড়িয়ে পড়বে। বিপদ, শোক, তাপ এসবে অধৈর্য্য হয়ে যাবে। আর যত বিষয়চিন্তা করবে ততই অশান্তি বাড়বে।'' সেজন্য ঠাকুর আমাদের জন্য একটি মহামন্ত্র দিয়ে গেছেন —''আগে ঈশ্বরলাভ তারপর অন্য সব। '' —অর্থাৎ আমরা যদি ভালভাবে সংসার করতে চাই তাহলেও ঈশ্বরলাভকেই আমাদের first preference দিতে হবে।

আচ্ছা, বিষয়টিকে একটু অন্যভাবে দেখা যাক। আমরা যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করি তাহলে দেখতে পাব যে আমাদের সকলেরই একটি common basic চাহিদা আছে। সেটি কি? না— সেটি হচ্ছে সুখ। অর্থাৎ আমরা সকলেই আনন্দ পেতে চাই। আর সে আনন্দটা কিরকম আনন্দ? না — নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। অর্থাৎ আনন্দের ধারাটা যেন কোন নিরানন্দ দ্বারাই বিঘ্নিত বা বাধাপ্রাপ্ত না হয়। কিন্তু বাস্তবজীবনে তা তো সম্ভব নয়। আনন্দের মাঝখানে নিরানন্দ অর্থাৎ দুঃখ, কষ্ট, শোক, তাপ, বিপদ, রোগভোগ এসব তো এড়ানো যাবে না। কিন্তু তবুও মানুষ শতদুঃখের মাঝেও আনন্দের খোঁজে এখানে ওখানে হাতড়ে বেড়ায়। অধ্যাত্মবিজ্ঞানীরা এবং বিভিন্ন সাধক-সাধিকা মহাপুরুষ-মহামানবীরা তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধি থেকে বলেছেন যে, ''মানুষ অমৃতের সন্তান'', তাই আনন্দের খোঁজ তাদের অবিচ্ছেদ্য উত্তরাধিকার। কিন্তু কিসে স্থায়ী আনন্দ পাওয়া যাবে তা তারা জানে না, নয়তো মহামায়ার মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে ভুলে আছে। তাই তারা বাইরের অস্থায়ী বা অনিত্য বস্তুতে স্থায়ী আনন্দ খোঁজে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই পার্থিব বস্তু সকল নিজেরাই অস্থায়ী এবং অনিত্য। কাজেই তাদের অবলম্বন করে স্থায়ী আনন্দলাভের চেষ্টা বাঁদরের তৈলাক্ত বাঁশে আরোহণের ব্যর্থ প্রচেষ্টার সঙ্গেই তুলনীয়। প্রকৃত আনন্দ আসলে আমাদের অন্তরেই নিহিত। তা লাভ হতে পারে একমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের ঊর্দ্ধে উঠে অতীন্দ্রিয় জগতে প্রবেশ করে দিব্য আনন্দলাভের মাধ্যমে। সেই দিব্য আনন্দই হলো ঈশ্বরীয় আনন্দ বা ঈশ্বরানুভূতি। কেবলমাত্র ঈশ্বরলাভেই তা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব।

এ পর্য্যন্ত যা আলোচনা হলো তাতে স্বভাবতঃই আমাদের মনে হতে পারে যে সংসারে স্থায়ী সুখের সন্ধানই মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং ঈশ্বরলাভ বিনা যে তা

অসম্ভব তাও কতকটা ধারণা করা গেল। কিন্তু মানবজীবনের সবচেয়ে বড় সঙ্কটের দিক আছে একটা যেটার ভয়াবহতার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। অথচ সেটা নিয়ে আমাদের কোন উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা নেই। সেটা কি? সেটা হচ্ছে — মানবজীবনের অবর্নণীয় দুঃখ-কষ্ট, দুরারোগ্য ব্যাধি, রোগযন্ত্রণা, শোক-তাপ, বিপদ-লাঞ্ছনা, উদ্বেগ-ভয়, সাংসারিক ক্রুরতা, অশান্তি, নিরাপত্তাহীনতা, আরও কত কি এবং সর্বোপরি মৃত্যুভয় যা প্রায়শই আমাদের অস্তিত্বের মূল ধরে নাড়া দিয়ে যায়। এগুলোর হাত থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজতে গিয়ে আমরা বারে বারে ভীত সন্ত্রস্থ এবং দিশেহারা হয়ে পড়ি। আমরা সুখের খোঁজে এত লালায়িত যে এগুলো নিয়ে আমরা চিন্তা করতে চাই না।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই আক্ষেপ করে বলেছেন— ''জীব যেন ডাল-জাঁতার ভিতর পড়েছে পিষে যাবে।'' জীবের এত দুর্ভোগ কেন? অধ্যাত্মবিজ্ঞানীরা জন্মান্তরবাদ এবং কর্মবাদের মাধ্যমে এর অনুধাবন যোগ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা অনুসরণ করলে আমরা জানতে পারি যে সর্বনাশা কর্মবন্ধনের ফাঁদে আমরা অবিরত জড়িয়ে পড়ছি আমাদের অজান্তেই। আমাদের সমস্ত দুঃখ-কষ্টের মূল কারণ নিহিত আছে এই কর্মবন্ধনের মধ্যেই। জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে আবর্ত্তিত হওয়া জীবের অমোঘ নিয়তি। অর্থাৎ অধ্যাত্মবিজ্ঞানীদের মতে আমাদের প্রত্যেকেরই আছে অনন্ত অতীত জন্ম এবং অনন্ত ভবিষ্যৎ জন্ম। এই জন্ম-মৃত্যুর আবর্তনের ফাঁকে ফাঁকেই তৈরী হচ্ছে কর্মবন্ধনের বেড়াজাল। যখন স্থূল শরীর ত্যাগ হয়, তখনও আমাদের দুর্ভোগের অবসান হয় না। জীবাত্মা তার সব কামনা বাসনা নিয়ে তেমনই বদ্ধ থাকে, স্থূল শরীরের অস্তিত্ব থাকলে যেমন থাকত। মৃত্যুই সমাধান নয় কারণ এর সঙ্গে সব শেষ হয়ে যায় না। মৃত্যুতেও বন্ধন থেকে আমাদের মুক্তি নেই। এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। বেদান্তে বলেছে — জন্ম-মৃত্যুর পারে একটি অবস্থা আছে যার থেকে আর কর্মবন্ধনের ভয় নেই — সেটি হল মোক্ষ বা মুক্তি। একমাত্র তাঁকে জেনেই সে অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব জীবের জাঁতাকলে পিষ্ট হবার প্রসঙ্গে বলেছেন যে জাঁতাকলের খুঁটি ধরে থাকলে তবে পিষ্ট হতে হয় না। সেই খুঁটি হচ্ছেন ঈশ্বর। কাজেই তাঁর শরণাগত হতে হবে। তা না হলে কালরূপ জাঁতায় পিষে যাবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে শুধু স্থায়ী সুখের সন্ধান নয় সুখের বিঘ্নকারী জাগতিক দুঃখ সমূহের নিবৃত্তিও মানবজীবনের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত; আর ঈশ্বরলাভ বিনা এই দ্বিবিধ লক্ষ্য পূরণের আর কোন উপায় নেই।

আচ্ছা, তা না হয় হল। কিন্তু ঈশ্বরলাভ শুধুমাত্র মানবজীবনেরই মুখ্য উদ্দেশ্য হতে যাবে কেন? তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণের মতে প্রাণীজগতের মধ্যে মনুষ্যজন্মই শ্রেষ্ঠ জন্ম। কারণ হিসেবে তাঁরা দেখেছেন যে সাধারণ জীবজন্তু ইত্যাদি প্রাণীদের জীবনযাত্রা আহার, বিহার, মৈথুন এবং নিদ্রা এই চারটি কর্মের মধেই সীমাবদ্ধ থাকে। মানুষের মধ্যেও এই চারটি কর্মের স্বাধীনতা আছে। কিন্তু অন্যান্য জীবজন্তু ইত্যাদি প্রাণীদের তুলনায় মানুষের আরও চারটে জিনিষ বেশী আছে। সেগুলি হল — মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহংকার। যার সাহায্যে তারা ঈশ্বরচিন্তা করতে পারে এবং পরিশেষে ঈশ্বরলাভও করতে পারে। যেটা অন্যান্য জীবজন্তু ইত্যাদি প্রাণীদের পক্ষে সম্ভব নয়। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এ সম্পর্কে বলেছেন — ''মানুষ কি কম গা? ঈশ্বর চিন্তা করতে পারে। অনন্তকে চিন্তা করতে পারে। অন্য জীবজন্তু পারে না।'' আচার্য্য শঙ্কর তাই মনুষ্য জন্মকে দুর্লভ আখ্যা দিয়েছেন এবং বলেছেন যে একমাত্র ঈশ্বরের কৃপাতেই তা লাভ হতে পারে। এই যে দুর্লভ মনুষ্যজন্ম — এটাও ক্ষণস্থায়ী। এই আছি, এই নেই, জীবন যেন পদ্মপাতায় জল। একটু হাওয়া লাগলেই গড়িয়ে যাবে। বিভিন্ন সাধকরা তাই এই দুর্লভ মনুষ্যজন্মকে হেলায় নষ্ট না করার উপদেশ দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন — 'পরের জন্মে মনুষ্যজন্ম আর নাও হতে পারে। তাই বর্তমান জন্মেই ঈশ্বর লাভের জন্য সকলেরই সচেষ্ট হওয়া অবশ্য কর্তব্য।' অধ্যাত্মবিজ্ঞানীরা, বিভিন্ন মহাপুরুষরা এবং সাধকরা একই সুরে বলেছেন এবং emphatically বলেছেন — ঈশ্বরলাভই মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব আবার এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন যে ঈশ্বরলাভ শুধু মুখ্যই নয় — মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। একথা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই যে তাঁরা অবৈজ্ঞানিক কথা বলেছেন বা বিনা কারণে বিভ্রান্তি মূলক মতাদর্শ প্রকাশ করেছেন। সুতরাং ঈশ্বরলাভ ছাড়া মানবজীবনের যে আর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না — এ বিষয়ে বোধ হয় তর্কের বিশেষ অবকাশ নেই।

—শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে শরণাগত শ্রীনিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী